পাঠ ৪ পুরাতন নিয়মের বইগুলি

একজন যুবক আমাদের বাইবেল পাঠের আসরে যোগ দিয়ে প্রথমে মন্তব্য করেছিল, "পুরাতন নিয়ম অন্য যে কোন প্রাচীন ইতিহাস বইয়ের মতই।" পুরাতন নিয়মের বেশ কিছু অংশ পড়বার পরে অবশ্য তার চিন্তাধারার পরিবর্তন ঘটেছিল।

পুরাতন নিয়মে যদিও জগৎ সৃষ্টি এবং যিহূদী জাতির সম্পর্কে কিছু ইতিহাস আছে, তবুও শুধুমাত্র ইতিহাসই নয়। কখনও কখনও একটা গল্প পুনরায় এবং ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বলা হয়েছে। ভাববাণীর বিবরণ যত্নের সঙ্গে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, তাদের কতগুলির পূর্ণতার বিবরণ আমরা বাইবেলেই পাই, আবার কতগুলি এখনও পূর্ণ হওয়ার অপেক্ষায় আছে। এছাড়া বইগুলি প্রেম-কাহিনী, কবিতা, গান এবং প্রবাদ বাক্য ইত্যাদি নানা বৈচিত্র্যে পূর্ণ।

ইতিহাস বই থেকে আমরা ইতিহাসের বীরদের সম্বন্ধে জানতে পারি, কিন্তু পুরাতন নিয়মে তখনকার সময়ের প্রচলিত লোককথাও আছে। এই গল্পগুলিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়, কারণ এইগুলি থেকে আমরা তাঁর প্রজাদের জন্য ঈশ্বরের কাজের এক পরিষ্কার ছবি দেখতে পাই।

পুরাতন নিয়মের বইগুলিকে প্রধান পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়। তৃতীয় পাঠে আমরা বইগুলির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগ অর্থাৎ অধ্যায় ও পদ সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। এখন আমরা বাইবেলের বইগুলির প্রধান বিভাগ সম্বন্ধে আলোচনা করব।

এই পাঠে আপনি যে বিষয়গুলি পড়বেন

বইগুলির শ্রেণী বিভাগ

শ্রেণীগুলির ব্যাখ্যা

এই পাঠ শেষ করলে পর আপনি

- পুরাতন নিয়মের বইগুলির প্রধান প্রধান শ্রেণীগুলি চিনতে পারবেন।
- প্রতিটি বই অথবা এর লেখকের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা করতে পারবেন।

বইগুলির শ্রেণী বিভাগ

লক্ষ্য ১ঃ পুরাতন নিয়মের বইগুলির প্রধান শ্রেণীবিভাগ এবং প্রতিটি শ্রেণীতে মোট কতটি বই আছে তা বলতে পারা।

একটা হাতের ছবির সাহায্যে পুরাতন নিয়মের প্রধান শ্রেণী বিভাগগুলি মনে রাখা সহজ হবে।

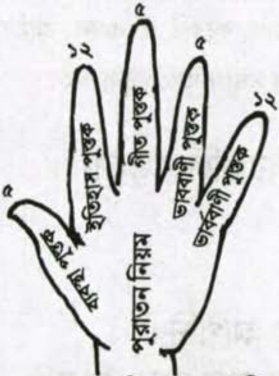

ব্যবস্থা পুস্তক —৫
ইতিহাস পুস্তক —১২
গীত পুস্তক —৫
বিশেষ ভাববাণী পুস্তক —৫
সাধারণ ভাববাণী পুস্তক —১২

পুরাতন নিয়মের ৩৯টি বইকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে ঃ

ব্যবস্থা বা আইন (বই) পুস্তক ··· ৫টি
ইতিহাস (বই) পুস্তক ··· ১২টি
গীত(বই) পুস্তক ··· ৫টি।
বিশেষ ভাববাণী (বই) পুস্তক ··· ৫টি।
সাধারণ ভাববাণী (বই) পুস্তক ··· ১২টি।

আপনার বাইবেলের সূচীপত্রে পুরাতন নিয়মের বইগুলির তালিকা দেওয়া হয়েছে। এই বইগুলিকে নীচের মত শ্রেণী বিভাগ করা যায়।

পুরাতন নিয়মের বইগুলি

ব্যবস্থা বা আইন বই
আদি পুস্তক
যাত্রা পুস্তক
লেবীয় পুস্তক
গণনা পুস্তক
দ্বিতীয় বিবরণ

ইতিহাস বই
যিহোশূয়
বিচার কর্তৃগণ
রূতের বিবরণ
১ শমূয়েল
২ শমূয়েল
১ রাজাবলী
২ রাজাবলী
১ বংশাবলী
২ বংশাবলী
ইষ্রা
নহিমিয়
ইষ্টের

কাব্য বা গীত বই
ইয়োব
গীতসংহিতা
হিতোপদেশ
উপদেশক
পরমগীত

বিশেষ ভাববাণী বই
যিশাইয়
যিরমিয়
বিলাপ
যিহিষ্কেল
দানিয়েল

সাধারণ ভাববাণী বই
হোশেয়
যোয়েল
আমোষ
ওবদিয়
যোনা
মীখা
নহূম
হবককূক
সফনিয়
হগয়
সখরিয়
মালাখি

আপনার মনে হয়ত প্রশ্ন জেগেছে ভাববাদীদের বিশেষ এবং সাধারণ এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হল কেন। বাইবেলের সমস্ত বইই গুরুত্বপূর্ণ, তাই বইগুলির বিষয় বস্তুর সাথে এই শ্রেণী বিভাগের কোন যোগ নাই। একমাত্র 'বিলাপ' বাদে বিশেষ ভাববাণী বইগুলির সবই অপেক্ষাকৃত বড়, আর সাধারণ ভাববাণী বইগুলি অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের।

শ্রেণীগুলির ব্যাখ্যা

ব্যবস্থা বা আইন

লক্ষ্য ২ ঃ ব্যবস্থা পুস্তকের পাঁচটি বইয়ের নাম ও সেগুলি সনাক্ত করতে পারা।

বাইবেলের প্রথম পাঁচটি বই ব্যবস্থা বা আইন পুস্তক নামে পরিচিত। এগুলিকে আবার মোশির পঞ্চ পুঁথি বা পেন্টাটেকও বলা হয়ে থাকে। এই নামের মানেই হল পাঁচটি বই। যিহূদী জাতির মহান নেতা ও উদ্ধার কর্তা মোশি এই পাঁচটি বই লিখেছিলেন। এইজন্য এইগুলিকে "মোশির পুস্তক" বলেও উল্লেখ করা হয়ে থাকে।

'আদি' কথাটির মানে "শুরু" বা "উৎপত্তি'। আদি পুস্তকে

আমরা সৃষ্টির বিবরণ, মানুষের উৎপত্তি মহাপ্লাবন ও আব্রাহামের আহ্বানের বিবরণ পাই।

'যাত্রা' মানে "কোন স্থান থেকে রওনা হওয়া।" ঈশ্বর কিভাবে তাঁর প্রজাদের দাসত্ব থেকে মুক্ত করলেন, তাদের কিভাবে লোহিত সাগর পার করলেন, তাদের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যোগালেন ইত্যাদির বিবরণ আমরা এখানে পাই। এ বইটি আসলে ঈশ্বরের অলৌকিক কাজ ও ইস্রায়েল জাতির আশ্চর্য উদ্ধারের বিবরণ লেখা আছে।

'লেবীয়' এই কথাটি 'লেবী' নামে ইস্রায়েলের যাজক বংশের নাম থেকে এসেছে। খ্রীষ্ট, যিনি সমগ্র জগতের জন্য নিজেকে পাপার্থক বলিরূপে উৎসর্গ করবেন, তাঁর প্রতি লক্ষ্য রেখে যাজক ও নৈবেদ্য উৎসর্গ করা সম্বন্ধে বিভিন্ন নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

'গণনা পুস্তকে' ইস্রায়েল জাতির লোকসংখ্যা গণনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ইস্রায়েল জাতির সবে মাত্র জন্ম হয়েছে, আর তারা তাদের আদি পিতা আব্রাহামের দেশ অধিকার করতে যাচ্ছে। তাই এ সময়ে তাদের লোক সংখ্যা গণনা করা বিশেষ প্রায়োজনীয় ছিল।

'দ্বিতীয় বিবরণ' আসলে "দ্বিতীয় ব্যবস্থা বা আইন।" এই বইয়ে ঈশ্বরের প্রজাদের জন্য আরও কিছু নির্দেশ, মোশির বিদায় ভাষণ, এবং তার মৃত্যুর পরে যিনি নেতৃত্ব গ্রহণ করবেন সেই যিহোশূয়ের উপর মোশির দায়িত্ব অর্পণের বিবরণ আমরা পাই।

মোশির পঞ্চ পুঁথিতে আমরা প্রায় ২,৫০০ বছর যাবৎ মানুষের সাথে ঈশ্বরের আচরণের বিবরণ পাই। এর মাধ্যমেই মানুষের উদ্ধার কাহিনীর ভিত্তি রচিত হয়েছে।

ইতিহাস

লক্ষ্য ৩ ঃ ইতিহাস বইগুলির বিষয়বস্তু সম্পর্কে কয়েকটি সাধারণ সত্য চিহ্নিত করতে পারা।

মোট বারোটি ইতিহাস বইয়ে আমরা যিহুদী জাতির ইতিহাসের বিবরণ পাই। এই বইগুলিতে আমরা ব্যক্তি বিশেষ, এবং সমগ্র ইস্রায়েল জাতির সাথে ঈশ্বরের ব্যবহার জানতে পারি।

'যিহোশূয়' হলেন সেই বীর সেনাপতি, মোশির মৃত্যুর পরে যিনি হিব্রু জাতিকে নেতৃত্ব দেন ও তাদের নিয়ে কনান দেশ জয় করেন। যিহোশূয়ের বইটি এই বিজয় সম্পর্কে লেখা।

তবে কয়েকটি ছোট ছোট রাজ্য ও নগর যুদ্ধ করে ইস্রায়েলকে ঠেকাবার চেষ্টা করেছিল। প্রায় ৪০০ বছর যাবৎ কনান দেশে ইস্রায়েলের জয়-পরাজয়ের বিবরণ আমরা বিচার কর্তৃপক্ষের পুস্তকটিতে পাই। লোকেরা যখনই ঈশ্বরের পথে ফিরে এসেছে, তখনই ঈশ্বর তাদের উদ্ধার করবার জন্য বিচার কর্তাদের উৎপন্ন করেছেন আর তখন তারা জয়লাভ করেছে।

রূতের বইটিতে আমরা মোয়াব দেশের এক উৎসর্গ প্রাণ মহিলার বিবরণ পাই, যিনি বিচার কর্তৃগণের সময়ে বাস করেছিলেন। ইনিই দায়ূদের প্রতিভাময়ী এবং প্রভু যীশুর পূর্ব পূরুষদের একজন।

প্রথম ও দ্বিতীয় শমূয়েল এই বই দুটির নাম সর্বশেষ বিচারকর্তা শামূয়েলের নাম অনুসারে হয়েছে। এছাড়াও তিনি একাধারে একজন যাজক, ভাববাদী, শিক্ষাবিদ এবং রাজনীতিবিদ ছিলেন। জাতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত একটি রাজ্য প্রস্তুত করবার কাজে তার গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল।

প্রথম ও দ্বিতীয় রাজাবলী এবং **প্রথম ও দ্বিতীয় বংশাবলী** বইয়েও ইস্রায়েল জাতির ইতিহাসই

বর্ণনা করা হয়েছে এবং কিভাবে জাতি যিহুদা ও ইস্রায়েল এই দুই ভাগে বিভক্ত হল তার বর্ণনা দেওয়া আছে । বংশাবলীতে হিব্রু জাতির গুরুত্বপূর্ণ বিবরণও দেওয়া হয়েছে ।

বাবিলে বন্দিদশা শেষ হলে পর ঈশ্বর হিব্রু জাতিকে তাদের নিজ দেশে ফিরিয়ে আনবার কাজে ইস্রা নামে একজন যাজক এবং নহিমিয় নামে একজন রাজপুরুষকে ব্যবহার করেছিলেন। এই দুই ব্যক্তি জাতিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করেছিলেন। তাছাড়া ঈশ্বর ইস্রাকে বই লিখতে ও পুরাতন নিয়মের পবিত্র বইগুলি সংগ্রহ করে একত্রিত করতেও অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন । তিনি পবিত্র শাস্ত্রের অনুলিপি তৈরী করেছিলেন যার ফলে লোকেরা তা পাঠ করবার সুযোগ পেয়েছিল ।

বন্দি জীবন যাপনের সময় তাঁর লোকদের ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য ঈশ্বর কিভাবে এক সুন্দরী যিহুদী মেয়েকে ব্যবহার করেছিলেন; তার বিবরণ আমরা ইষ্টের এর বইটিতে পাই ।

আপনি লক্ষ্য করলে দেখবেন যে ইতিহাস বইগুলি একত্রে বাইবেলের প্রায় এক তৃতীয়াংশ স্থান দখল করে আছে । যিহোশূয়ের বইটি যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে একটি এবং

ইষ্টের এর বইটি যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে আর একটি কাগজের টুকরা রাখুন। তারপর এর মাঝের প্রতিটি বই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খুঁজে বের করতে চেষ্টা করুন। সম্ভবতঃ কোন বন্ধু বই নির্বাচন করে, ও বইগুলি বের করতে কত সময় লাগল তা নিরুপণ করে দিয়ে অপনাকে এ কাজে সাহায্য করতে পারেন।

কাব্য বা গীত বই

লক্ষ্য ঃ ৪ প্রতিটি গীত পুস্তকের (গীত বইয়ের) স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সনাক্ত করতে পারা।

বাইবেলের অনেক পুস্তকেই কবিতার মত শাস্ত্রাংশ রয়েছে। কিন্তু মাত্র পাঁচটি বইকে গীত শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে।

ইয়োব পুস্তকটি এক ধার্মিক ব্যক্তির কষ্টভোগ ও শেষে তার বিশ্বাসে পুরস্কার লাভ সম্পর্কে একটি নাটকীয় কবিতা। এই বইটিকে বাইবেলের সবচেয়ে প্রাচীন বই বলে মনে করা হয়।

গীতসংহিতা বাইবেলের গান ও প্রার্থনার বই। এই কবিতাগুলি সংগ্রহ করে ইস্রায়েল জাতি সেগুলি তাদের উপাসনায় ব্যবহার করত। এই বইয়ের অধিকাংশ গীত দায়ূদ

এবং অন্যান্য নেতারা লিখেছিলেন, তবে কয়েকটি গীত আছে, যেগুলির লেখকদের সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না।

শলোমন, দায়ূদের পুত্রদের একজন এবং ইস্রায়েলের তৃতীয় রাজা ছিলেন। তিনি ছিলেন সব যুগের সেরা জ্ঞানী ব্যক্তি। যুবকদের সৎ ও সফল জীবন যাপন করতে শিক্ষা দেবার জন্য তিনি হিতোপদেশ বইটিতে বিভিন্ন উপদেশ বাক্য লিখেছিলেন ও সংকলন করেছিলেন। এই বইটি "প্রজ্ঞার বইগুলির" একটি।

উপদেশক বইটিতে শলোমন তার সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে যে জীবন তা একেবারেই অসার। আমোদ-প্রমোদ, ধন-সম্পদ, যশ-খ্যাতি এবং ক্ষমতা জীবনে তৃপ্তি দিতে পারে না। ঈশ্বরের সেবা করবার জন্যই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছিল।

'পরম গীত' গীতি নাট্যের মতই একটা নাটকীয় গান বিশেষ। এতে বর-কণের প্রেম-কাহিনীর মধ্য দিয়ে তাঁর প্রজাদের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসা চিত্রিত হয়েছে।

লিখন-প্রণালী, এবং গঠন এই উভয় বিচারেই হিব্রু কাব্য অন্যান্য কাব্য থেকে আলাদা এবং এই কাব্যেরও সৌন্দর্য হৃদয়ঙ্গম করবার জন্য আমাদেরকে বিশেষ কোন পরিচিত

আদর্শের অনুসরণ করতে হয় না। তাঁর প্রজাদের জন্য ঈশ্বরের হৃদয় কিরূপ বিচলিত হয়েছিল এবং লোকেরা তাঁর প্রতি কিরূপ সাড়া দিয়েছিল এই কাব্যের মাধ্যমে আমরা তা দেখতে পাই।

বিশেষ ভাববাণী বই

লক্ষ্য ৫ঃ বিশেষ ভাববাণী বইগুলির প্রতিটির সাধারণ প্রসঙ্গ চিহ্নিত করতে পারা।

ঈশ্বর যখন তাঁর প্রজাদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করতে চাইতেন তখন তিনি সাধারণতঃ ভাববাদী নামে পরিচিত তাঁর মনোনীত লোকদের ব্যবহার করতেন। এই ভাববাদীরা মুখে অথবা লিখিতভাবে ঈশ্বরের বাক্য ঘোষণা করতেন।

এই শ্রেণীভুক্ত বইগুলিকে বিশেষ ভাববাণী পুস্তক বলা হয়, কারণ এই বইগুলি অপেক্ষাকৃত বড়, এই ভাববাদীরা দীর্ঘকাল যাবৎ ঈশ্বরের কাজ করেছিলেন, আর এদের প্রভাবও ছিল খুব বেশী।

যিশাইয় একাধারে ইস্রায়েলের একজন রাজ পুরুষ এবং একজন মহান ভাববাদী ছিলেন। বাবিল যখন তার সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করছিল যিশাইয় সেই সময়কালীন লোক ছিলেন। তিনি

হিব্রু জাতির বন্দি হওয়ার বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, আর একটি আশার বার্তাও তিনি তাদের দিয়েছিলেন। যীশুর জন্মের সাত শত বছর আগে যিশাইয় ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেছিলেন যে কুমারীর গর্ভে তাঁর জন্ম হবে, আমাদের পাপের জন্য তিনি মৃতুববরণ করবেন, এবং মৃতুকে জয় করে পুনরুত্থান করবেন।

যিরমিয় ভাববাদীও বাবিলে বন্দি হওয়ার বিষয় লিখেছিলেন এবং বলেছিলেন যে ৭০ বছর বন্দি জীবন যাপনের পরে তারা নিজ দেশে ফিরে আসবে। কোরস রাজা যিহুদীদের মুক্তি সম্বন্ধে যে আদেশ দিয়েছিলেন ঠিক যিরমিয়ের ভাববাণীর মতই হয়েছিল (যিরমিয় ২৫ ঃ ১১)।

যিরুশালেম ধ্বংসের সময়ে যিরমিয় অনেক ভাববাণী পূর্ণ হতে দেখেছিলেন। তিনি বিলাপ নামে পরিচিত বইটিতে পাঁচটি বিষাদময় কবিতার মধ্যে তা বর্ণনা করেছেন।

যিহিষ্কেল ছিলেন নির্বাসিন কালের প্রধান ভাববাদীদের একজন। যিহুদীদের বাবিলে ৭০ বছরের বন্দি জীবনে তিনি তাদের কাছে ঈশ্বরের বাক্য বলেছিলেন।

দানিয়েল ছিলেন একজন বন্দি ইব্রীয় (হিব্রু) রাজপুরুষ,

পরে যিনি বাবিলের প্রধান মন্ত্রী হয়েছিলেন। বিভিন্ন রাজ্যের উত্থান পতন সম্পর্কে তার নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণী আমাদের অবাক করে। এইসব ভাববাণীর অনেকগুলি ইতিমধ্যেই পূর্ণ হয়েছে, আর কতকগুলি এখন আমাদের জীবনকালে পূর্ণ হচ্ছে।

সাধারণ ভাববাণী বই

লক্ষ্য ৬ঃ সাধারণ ভাববাদীদের প্রত্যেকের একটি করে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বলতে পারা।

সাধারণ ভাবরাদীদের ১২টি বই একত্রে মিলিয়ে যিশাইয় ভাববাদীর বইটির সমানও হবে না। কিন্তু তাহলেও এই লোকেরা ঈশ্বরকে ভালবাসতেন এবং ঈশ্বরের প্রতি উদাসীন অথবা শত্রু ভাবাপন্ন লোকদের কাছে নির্ভিকভাবে ঈশ্বরের বার্তা বলেছেন। এদের মধ্যে প্রথম নয়জন ভাববাদী নির্বাসনের আগের এবং অন্যেরা নির্বাসিন থেকে স্বদেশে ফিরে আসার পরবর্তী সময়ের ভাববাদী ছিলেন। প্রতিটি বইয়ের নামই এর লেখকের নামে পরিচিত।

হোশেয় বলেছেন যে তাঁর প্রজাদের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসা এমন একজন স্বামীর মত যে তার অবিশ্বস্ত স্ত্রীকেও

ভালবাসে। হোশেয় তার নিজের অবিশ্বস্ত স্ত্রীকে ক্ষমা করবার দ্বারা এর দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন।

যোয়েল পবিত্র আত্মার বর্ষণ সম্বন্ধে ভাববাণী বলেছিলেন, যা পঞ্চাশওমীর দিনে পূর্ণ হয়েছিল, এবং বর্তমান কালেও আত্মিক জাগরণের মধ্যে তা পূর্ণ হচ্ছে।

আমোষ একজন মেষ পালক ছিলেন। ঈশ্বর তাকে সমাজের অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে কথা বলবার জন্য ইস্রায়েল রাজ্যের রাজধানীতে পাঠিয়েছিলেন। পাপের জন্য তাদের উপর যে শাস্তি নেমে আসবে সে বিষয়ে তিনি তাদের সাবধান করেছিলেন।

ওবদিয় ইদোমের উপর যে শাস্তি নেমে আসবে সেই বিষয়ে ভাববাণী বলেছিলেন। ওবদিয় পুরাতন নিয়মের সবচেয়ে ছোট বই। এই ভাববাদীর সম্বন্ধে আমরা খুব সামান্যই জানি।

যোনা কে ঈশ্বর একজন বার্তা বাহক (মিশনারী) হিসাবে নীনবীতে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু যোনা অবাধ্য হয়ে জাহাজে চড়ে আর এক দেশে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। বিরাটকার একটা মাছ যোনাকে গিলে ফেললে তিনি মন

পরিবর্তন করেন ও ফলে রক্ষা পান। এরপর তিনি ঈশ্বরের বাধ্য হন।

মীখা ছিলেন যিশাইয় ও হোশেয় ভাববাদীর সমসাময়িক। তিনি হিব্রু জাতির ধ্বংসের বিষয়ে ভাববাণী বলেছিলেন, তবে তাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশার বাণীও বলেছিলেন। মীখা ৫ ঃ ২ পদে তিনি ত্রাণকর্তার বিষয় বলেছেন, এমন কি যে গ্রামে যীশুর জন্ম হবে তাও উল্লেখ করেছেন।

নহূম ভাববাদী নীনবীর ধ্বংসের বিষয় ভাববাণী বলেছেন। যোনার প্রচারের ফলে এই নগরের লোকেরা মন ফিরিয়েছিল,

কিন্তু পরে আবার তারা পাপাচারে লিপ্ত হয়। তাই ঈশ্বর বললেন তিনি এই নগর ধ্বংস করবেন।

হবককূক ও সফনিয় ভাববাদী লোকদের সতর্ক করেছিলেন যে, যদি পাপ থেকে না ফেরে তাহলে তারা পরাজিত হবে ও বন্দি হয়ে বিদেশে নির্বাসিত হবে। কিন্তু লোকেরা তাদের পাপাচার থেকে ফেরেনি, ফলে পরাজিত ও বন্দি হয়ে বাবিলে নির্বাসিত হয়েছিল।

নির্বাসিন শেষে বাবিলে থেকে প্যালেষ্টাইনে ফিরে আসার পর ঈশ্বর হগয় ও সখরিয় ভাববাদীর সাহায্যে মন্দির পুনঃ নির্মাণের কাজে লোকদের উৎসাহ যুগিয়েছিলেন।

মালাখী পুরাতন নিয়মের শেষ ভাববাদী যীশুখ্রীষ্টের জন্মের ৪০০ বছর আগে তিনি ঈশ্বরের বার্তা বলেছিলেন। মালাখী ৩ : ৮-১২ পদে আমরা দশমাংশ সম্বন্ধে তার বার্তা পাঠ করে থাকি।

পুরাতন নিয়ম বা চুক্তির অধীনে তাঁর লোকদের সাথে ঈশ্বরের আচরণের বিবরণ এখানে শেষ হয়েছে। এরপর তারা যীশু খ্রীষ্টের আগমন ও তাঁর নতুন নিয়ম বা চুক্তির অপেক্ষা করতে থাকে।